দৈনিক খবর

তারিখ 05 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

কঠোর নিয়ম—নীতির অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত
আদর্শবাদী চিকিৎসা বিদ্যাপীঠ

বেসরকারী মেডিকেল কলেজ

০ খান মোহাম্মদ সালেক ০

ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ মানের জীবনযাপন, ছাত্র রাজনীতি থেকে বিরত থাকা এবং মাদকদ্রব্য পরিহারসহ কঠোর নীতির মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের শিক্ষাক্রম চলছে। ছাত্ররা নীতি বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সর্বোচ্চ শাস্তি বহিষ্কার। বহিষ্কারাদেশ চ্যালেঞ্জ করে ছাত্ররা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ব্যয়বহুল এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ৯টি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও ব্যক্তিগত জীবনে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে হবে, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারালে বা মাদকাসক্ত হলে তা হবে শাস্তিযোগ্য, ক্লাশে অন্ততঃ ৮০ শতাংশ হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। কোন ছাত্র একমাস অনুপস্থিত থেকে কর্তৃপক্ষকে সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলে কলেজ থেকে তার নাম বাদ পড়বে। তবে সে পুনরায় ফি দিয়ে ভর্তি হতে পারবে। কলেজে কোন ছাত্র রাজনীতি করা যাবে না। তবে ছাত্র কল্যাণ পরিষদ করার অধিকার ছাত্রদের রয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ। সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ব্যর্থ ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ এবং দেশে ডাক্তারের অভাব দূর করার লক্ষ্যে এ কলেজটি নির্মিত হয়। কলেজটি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলের আপত্তি ও বিরোধিতা ছিল। সবকিছু উপেক্ষা করে কলেজটি ১৯৮৬ সালের ১৩ই এপ্রিল সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ধানমন্ডির ১৪/এ সড়কের ৩৫ নং বাড়ীতে কলেজটি নির্মিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সেশন থেকে ছাত্র ভর্তি করা হলেও মূলতঃ ক্লাস শুরু হয় ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই থেকে। প্রথম ব্যাচে ৬৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দেয়। নির্বাচিত হয় ৩৪ জন। পরবর্তীতে প্রতি বছর ৫০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এই কলেজে সরকার থেকে কোন অনুদান দেয়া হয় না। বিদেশ থেকেও কোন সাহায্য আসে না। ছাত্রদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা নিয়ে কলেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বাংলাদেশী ছাত্রের ভর্তির জন্য উন্নয়ন ফি নেয়া হয় ২ লাখ টাকা। এছাড়া ভর্তি ফি ১০ হাজার টাকা, টিউশন ফি মাসে প্রাক ক্লিনিক্যাল ছাত্রদের ২ হাজার টাকা ও ক্লিনিক্যাল ছাত্রদের ৩ হাজার টাকা। বিদেশী ছাত্রদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। বিদেশী ছাত্রদের উন্নয়ন ফি দিতে হয় সাড়ে ৭ হাজার ডলার। ভর্তি ফি আড়াই হাজার ডলার, টিউশন ফি প্রাক ক্লিনিক্যাল ছাত্রদের আড়াই হাজার ডলার ও ক্লিনিক্যাল ছাত্রদের ৩ হাজার ডলার। এই কলেজের ছাত্ররা ইন্টার্নীকালীন সময়ে অন্যান্য মেডিকেল কলেজের মত কোন ভাতা পায় না।

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লিনিক্যাল ও ইন্টার্নী শিক্ষার জন্য ১০০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের হলি ফ্যামিলি, বারডেম, পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা দেয়া হত। এ ব্যাপারে হাসপাতালগুলোর সঙ্গে কলেজের চুক্তি রয়েছে।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, এই হাসপাতালটিতে মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনীসহ সকল বিভাগ রয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এগুলো পরিচালনা করছেন।

কলেজে বর্তমানে ৫টি ব্যাচে ২২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন মিলিয়ে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১০০। ছাত্রদের জন্য কোন আবাসিক হল নেই। ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য কোন গাড়ীর ব্যবস্থাও নেই। ফলে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিভিন্ন হাসপাতালে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ব্যবহারিক যন্ত্রপাতিও ছাত্রদের নিজেদেরই ক্রয় করতে হয়